জীবনের
সফর

জীবনের সফর

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

অনুবাদ
মুস্তাজাব খলিল

সম্পাদনা
সালমান মোহাম্মদ
জাবির মুহাম্মদ হাবীব

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

জীবনের সফর

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৯

প্রকাশক

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অস্থায়ী কার্যালয় : বিক্রমপুর কটেজ, ৩০৯/৬/এ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, মাদরাসা রোড, কুতুবখালী, ঢাকা-১২০৪
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৪০৩-৬৯ ১৭ ১৮

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুন নুর : ০১৮৫৭১৮৯১৪৪

মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০২৫৩

যাত্রাবাড়ি কিতাবমার্কেট পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার ও অন্যান্য

অনলাইন পরিবেশক

❐ রকমারি ❐ ওয়াফি লাইফ ❐ খিদমাহ শপ ❐ বইকেন্দ্র ❐ ইফেটি বিডি ❐ বই বাজার

মূল্য : ৳ ৪২০, UK $ 18, UK £ 12

JIBONER SAFAR

Writer : Dr. Muhammad Ibn Abdur Rahman Arifi
Translated by : Mustazab Kholil
Editor : Salman Mohammad
Jabir Muhammad Habib

Published by

Muhammad Publication

309/6/A South Jatrabari, Madrasa Rd, Dhaka-1204
+88 01315-036403, 018 11 570 540
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6604-4

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আম্মাজান, যার পঠন দেখে পাঠক হতে চেয়েছি
এবং আজও চেষ্টা করে যাচ্ছি;
আব্বাজান, যার লেখনী দেখে হৃদয়কোণে লেখক
হওয়ার বীজ বুনেছিলাম সেই শৈশবে

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর এই সভ্যতায় আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের বেড়ে ওঠা। জীবন পরিচালনায় আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতি, পশ্চিমা মানসিকতা, ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত পশ্চিমা জীবনদর্শনের ফলে দুনিয়ার মোহে পড়ে ভুলে গেছি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গন্তব্য।

আমাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক রয়েছে বলেই আমরা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে আলাদা, অন্য সৃষ্টির চেয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা মানুষ। মানুষ বলেই আমরা ন্যায়-অন্যায় বুঝি। মানুষ বলেই আমরা খুন-ধর্ষণের বিচার চাই। চাই সামাজিক নিরাপত্তা, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা। স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হই।

রাস্তায় কিছু কুকুর একত্র হয়ে নিপীড়নবিরোধী সমাবেশ করছে, কখনো কি এমন হয়েছে? আমরা যে কুকুর বা ভেড়ার মতো শুধুই একটা প্রাণী নই, বুঝতে পারছেন? আমরা অনন্য। আমরা মানুষ। আর মানুষমাত্রই আপনাকে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন নিজেকে করতে হবে—

১. কোথা থেকে আমার এই অস্তিত্ব?

২. আমার এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী?

৩. আমার গন্তব্য কোথায়?

এই গ্রন্থে আরবের বিখ্যাত লেখক ও পৃথিবীখ্যাত দায়ি উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর সুন্দর ভাষাপ্রয়োগে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন *জীবনের সফর*। *জীবনের সফর* বলে দেবে আপনার এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর...

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক *মুস্তাজাব খলিল* যদিও এটি তার প্রথম অনুবাদ; কিন্তু প্রথম হিসেবে অনুবাদ যথেষ্ট সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে।

আল্লাহ তার এ খেদমত কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি দান করুন।

বইটি সম্পাদনা ও বানান সমন্বয় করেছেন *সালমান মোহাম্মদ* ও *জাবির মুহাম্মদ হাবীব*। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৩ জুলাই ২০১৯

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার একনিষ্ঠ সাহাবিগণ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি।

উভয় জাহানে চির মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো বিনম্রচিত্তে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। তাঁর আনুগত্যে নিজেকে কুরবান করে দেওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে পথে অটল অবিচল থাকা।

কিন্তু আমরা এগুলো ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের সৃষ্টির রহস্য। কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? কোথায় আমাদের গন্তব্য?

এই গ্রন্থটি আরবি *রিহলাতু হায়াতিন*-এর বাংলা অনুবাদ। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দায়ি ও সুলেখক ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফির অন্যতম পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে লেখক হৃদয়ের আকুতি, কুরআন-হাদিস এবং চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির পাঠক উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

জীবনে সফর আমার প্রথম প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ***মুহাম্মদ পাবলিকেশন***-এর স্বত্বাধিকারী লেখক ও অনুবাদক *মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান* ভাইকে। তিনি আমার মতো নবীন অনুবাদকের বই প্রকাশ করতে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়েছেন।

বইটি প্রকাশযোগ্য করে তোলার পেছনে বিশেষ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন সম্পাদক *সালমান মোহাম্মদ* ও *জাবির মুহাম্মদ হাবীব*, আমি তাদের আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী।

তাছাড়া বইটির প্রকাশে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অনুযায়ী জাযা দিন এবং বইটিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী করুন এবং পরকালে আমাদের নাজাতের অসিলা বানান। আমিন।

—মুস্তাজাব খলিল

মুদাররিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া
মদিনাতুল উলুম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

সূচিপত্র

নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক ১৩
আল্লাহ ছাড়া আরও প্রতিপালকের অস্তিত্ব আছে কি? ২১
কয়েকজন খ্রিষ্টান বন্ধুর সাথে আলাপ ২৯
ইসলাম কি অস্ত্রের জোরে বিস্তার লাভ করেছে? ৩৯
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা ৪৬
অহংকার এবং প্রবঞ্চনা কুফরির দিকে নিয়ে যাবার একটি পথ ৫২
দৃষ্টি অবনত রাখা : প্রভুর দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ৬০
গাধার চালক যখন খলিফা ৬৮
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৭৫
প্রবল ইচ্ছাশক্তি মেঘমালাও স্পর্শ করতে পারে ৮০
সফলতা যখন পদচুম্বন করল ৮৫
আশা-নিরাশার দোলাচলে ৯২
জাহাজের আরোহীরা ১০০
বীরত্বপূর্ণ এক নারীর গল্প ১০৬
সুফিয়ান সাওরি যখন বিতাড়িত ১১২
খাবার হালাল করো ১১৯
উম্মাহ গোনাহ করতেও বাধ্য হয় ১২৬
কত 'কিরাত' আমরা হাতছাড়া করি! ১৩১
আলেমগণের সম্মান ১৩৭
ইমাম আবু হানিফা রহ. যোগ্য উত্তরসূরি গড়ার কারিগর ১৪৩
স্পেনের ছাত্র ১৫০
আমরা এবং আমাদের পরিবেশ পরিবর্তন করার কেউ আছে কি? ১৫৮

জান্নাতি নারীদের সরদার ১৬৬
এক গুপ্তচরের গল্প ১৭১
জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো ১৭৯
মন্দ বিস্তারকারী হয়ো না ১৮৫
ফকিহ চোর ১৯৩
শুধু আল্লাহর জন্য যে ত্যাগ করে ২০২
সাহাবির প্রেম ২০৯
লেখক পরিচিতি ২১৫
আমার ভাবনা ২১৭

নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক

প্রসঙ্গটি আমরা বিস্ময়কর এক ঘটনা দিয়ে শুরু করছি। এই ঘটনায় আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে একধরনের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এই ঘটনার আলোকে আমরা বিশ্লেষণ করে জানতে পারবো—কীভাবে আমাদের পূর্বসূরিগণ নাস্তিকদের সঙ্গে পারস্পরিক লেনদেন এবং আচার-ব্যবহার করতেন? আরও যে প্রশ্নগুলোর এরকম উত্তর আমরা জানতে পারব, তা হলো—

পূর্ববর্তী যুগেও কি সংশয়বাদী বা নাস্তিকাবাদীদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল?

আমাদের পূর্বসূরিগণ কীভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন?

বাস্তবিক অর্থে আজও কি তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে?

যদি থাকে তাহলে কীভাবে আমরা তাদের সঙ্গে বিতর্ক করব?

এই উত্তরাধুনিক কালে অনলাইন বা ইন্টারনেট হলো সমকালীন নাস্তিক বা ধর্মবিদ্বেষী সংশয়বাদীদের বিচরণের মূল জায়গা, এটিই তাদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং কিছু আয়-উপার্জনের বাস্তব ক্ষেত্র। সুতরাং কখনো কোনো প্রয়োজনে কীভাবে আমরা তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের থেকে বর্ণিত ঘটনা প্রয়োগ করতে সক্ষম হব? তাদের এই বিচরণক্ষেত্রে প্রবেশ করা, তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে? কীভাবে মানুষ শক্তভাবে তাদের প্রতিহত করার জন্য শরয়ি প্রমাণাদি একত্র করতে সক্ষম হবে? এ জাতীয় আরও অনেক প্রশ্ন সামনে রেখে জানবো এই ঘটনাটি

একদা ইমাম আবু হানিফা রহ. সুমানীয় এক গোত্রের সঙ্গে বিতর্ক করেন। সুমানীয়রা ছিল নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলত, 'নিশ্চয়ই বিশ্বজগৎ আকস্মিক সৃষ্টি হয়েছে। এই অসংখ্য তারকাবিশিষ্ট আকাশ, সমুদ্র, তরঙ্গমালা এবং এই গিরিপথ—সবকিছুই আকস্মিক সৃষ্টি হয়েছে।' ক্রমে যখন তাদের

কার্যক্রম ও আলোচনা-সমালোচন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন ইমাম আবু হানিফা রহ. তাদের এক গোত্রের সঙ্গে বিতর্ক-অনুষ্ঠান আয়োজন প্রকল্পে তাদের সাথে আলোচনায় বসেন। বিতর্ক শুরু হয়ে দীর্ঘসময় পর্যন্ত চলতে থাকল। এক দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি তাদের সাথে পরবর্তী দিন বাদশাহর উপস্থিতিতে বিতর্ক পরিসমাপ্তির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

অতঃপর পরবর্তী দিন অনুষ্ঠানে ইমাম আবু হানিফা রহ. দেরি করে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। গোত্রের মুসলিম ও সংশয়বাদী উভয় গ্রুপের লোকজনসহ যথাসময় বাদশাহ উপস্থিত হলো। ইমাম সাহেবের দেরি দেখে মুসলিমদের কপালে পড়ল চিন্তার ভাঁজ। সংশয়বাদী পক্ষ নানা কটূকথা বলতে লাগল। বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, কোথায় আবু হানিফা? কোথায় তোমাদের আলেম? সে তো দেরি করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পালাবে। বড় গলায় তার প্রশংসা করে তোমরা বলে থাক, সে তোমাদের অনুসৃত ব্যক্তি, অথচ সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

এদিকে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইচ্ছা করেই দেরিতে অনুষ্ঠানে আগমন করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দেরি করলেন কেন? অথচ আপনিই তো বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বশীল, তাকে আপনারা ভয় করেন এবং নিশ্চয়ই তিনি আপনাদের হিসাব নেবেন। সেসব কথার বাস্তবতা এখন কোথায়? আপনি নিজেই তো সেসবের তোয়াক্কা করেন না দেখছি!

তাদের এ ধরনের প্রশ্নে ইমাম সাহেব ঘাবড়ালেন না। উত্তেজিতও হলেন না; বরং তিনি খুব স্বাভাবিক ও শান্ত ভঙ্গিতে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, লোকসকল, তোমরা আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। বাস্তবতা না জেনে ধারণামূলক সন্দেহে পতিত হয়ো না। আমি সময়মতো অনুষ্ঠানে বাদশাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নদীঘাটে এসেছিলাম; কিন্তু ওখানে এসে নদী পার হওয়ার মতো কোনো নৌযান পাচ্ছিলাম না।

এইটুকু বলে শেষ করতেই তারা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে বসল, তাহলে কীভাবে পৌঁছলেন এখন?

তিনি বললেন, অলৌকিক এক ঘটনার অবতারণা হয়েছে।

সকলেই একসাথে জিজ্ঞেস করল, কী সেই ঘটনা?

তিনি বললেন, আমি নদীর পাড়ে এসে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। হয়তো আল্লাহ তাআলা অতি দ্রুত কোনো নৌকা মিলিয়ে দেবেন, যাতে এখানে পৌঁছতে আমার দেরি না হয়ে যায়; কিন্তু আমার সেই আশা গুড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস শুরু হলো। তারই সাথে আকাশ থেকে ভীষণ বজ্রাঘাতও শুরু হয়ে গেল। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, এই বজ্রাঘাতে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে

দেবে যে কোনো সময়। এরপর হঠাৎ করেই আমার পাশে এমন একটি গাছে এমনই একটি বজ্র আঘাত করল। সাথে সাথে গাছটি দু-ভাগ গেল। যার অর্ধাংশ স্থলে এবং অবশিষ্টাংশ জলে পড়ল। এরপরই কোত্থেকে যেন একটি লোহার টুকরাও চলে এলো। আমি জানি না, হঠাৎ কোত্থেকে এলো সেটি।

এরপর একটি ডাল লোহার টুকরার ভেতর অবলীলায় ঢুকে সেটি কুড়ালে পরিণত হলো। তারপর যা হলো, শুনলে যে কেউই বিস্মিত হবে। কুড়ালের মাধ্যমে আপনা-আপনিই কাঠের দু-টো তক্তার মাধ্যমে একটি নৌকা তৈরি হলো। ডালের দুটো শাখা কীভাবে কীভাবে সুন্দর দুটি বৈঠায় রূপ নিল। তার পর নিজে নিজেই একটি বৈঠা নৌকার ডান দিকে অপরটি বাম দিকে স্থাপিত হয়ে গেল।

এরপর নৌকায় আমি উঠে বসলে অপনা-আপনিই দাড় টানা শুরু হলো। আর এভাবেই দেরিতে হলেও তোমাদের এখানে এসে পৌঁছলাম। তো, বাদ দাও ওসব, আসো, 'নিখিল বিশ্ব এমনিতেই সৃষ্টি হওয়া-না-হওয়া নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি।

ইমাম সাহেবে মুখে এই ঘটনা শুনে উপস্থিত লোকদের ছোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তারা শুধু অবাকই হলো না, বরং হতবাক হয়ে গেল। ধাতস্থ হয়ে প্রথমেই তারা চিৎকার করে বলে উঠল, এই থামুন! থামুন!! একটু থামুন!!!

আলোচনা শুরু করার আগে বলেন, আপনি সুস্থ আছেন, না পাগল হয়ে গেছেন!

ইমাম সাহেব ধীর-স্থির হয়ে নিঃসংশয়ে জবাবে বললেন, অবশ্যই অমি পূর্ণ সুস্থ আছি।

এবার তারা বলতে শুরু করল, এটি যুক্তিসঙ্গত কথা হলো? পরিপূর্ণ একটি নৌকা কোনো মিস্ত্রি ছাড়া, কোনো প্রচেষ্টা ব্যতীত এমনিতেই তৈরি হয়ে গেল? যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, বজ্রাঘাতের ফলে গাছটি দু-টুকরো হয়ে এক টুকরো জলে আরেক টুকরো স্থলে পড়েছে। তারপরও একটি নৌযান তৈরির জন্য অবশ্যই একাধিক মিস্ত্রির প্রয়োজন পড়বে। কেউ কুড়াল দিয়ে কাটবে, কেউ করাত দিয়ে চিরবে, কেউ পাল স্থাপন করবে এবং কয়েকজন মিলে দাড় টানবে। আর (আপনার কথামতো) এই তাবৎ কর্ম সম্পাদন করে নৌযানটি এমনি এমনি হয়ে গেল?

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন শুনে ইমাম সাহেব কি হাসলেন মনে মনে! তাদের থেকে কি এমন প্রশ্ন শোনা জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ! তাদের প্রশ্ন শেষ হতেই তিনি তড়িৎ গতিতে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরাই তো বলে থাক, আকাশ, জমিন, পাহাড়, সমুদ্র, মানুষ, প্রাণী, চন্দ্র, সূর্য এবং তারকারাজি—সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সামান্য একটি নৌকা এমনিতেই তৈরি হয়েছে যখন বললাম আমি, তখন সেই তোমরাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না?

অবিশ্বাসীরা কোথায় মার খাবে, ইমাম সাহেবকে আটকাতে গিয়ে উল্টো কোন কথায় নিজেরাই আটকে যাবে, তাদের ধারণাও ছিল না। ফলে ইমাম সাহেবের পাল্টা প্রশ্নে তারা নির্বাক হয়ে পড়ল। হতভম্ব হয়ে নীরব নিশ্চুপ হয়ে গেল। মাথা উঁচু করে বলার মতো কোনো কথা আর তাদের মগজে এলো না। বস্তুত তারা তো নিজেদের ওপর নিজেরাই। অত্যাচার করে আর নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

প্রিয় পাঠক, পরিতাপের বিষয় হলো, নাস্তিকতা ইউরোপে উৎপাদিত হলেও তা খুব সুন্দরভাবে আজ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হয়তো ইউরোপ থেকে এর উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কেননা, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ধর্মবিমুখ। কারণ, তাদের ধর্মবিশ্বাস হলো—'আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেছেন।' অথচ এই বিশ্বাস পুরোপুরি যুক্তির পরিপন্থী। এর পাশাপাশি তারা—বিশেষত তাদের যুবকশ্রেণি—ধর্মীয় বিধিবিধানের কোনো তোয়াক্কা না করে অবাধ যৌনতায় লিপ্ত রয়েছে। আর ধীরে ধীরে তাদের সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ নাস্তিক্যবাদে প্রবেশ করছে; কিন্তু কেন? কারণ, তারা যা ইচ্ছা করতে চায়, ইচ্ছে হলে অন্যায়, অপকর্ম ও পাপকর্মে লিপ্ত হতে চায়। ইচ্ছে হলেই মদপানে বুঁদ হতে চায়, অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হতে চায়, ইচ্ছেমতো পানাহার করতে চায়; যখন ইচ্ছা ঘুমাতে চায় আবার যখন ইচ্ছা জাগ্রত হতে চায়। আর যখন কোনো কল্যাণকামী তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, তাকে সৎপথের দিকে, সিরাতুল মুসতাকিমের দিকে ডাকে, তাদের জানাতে চায় যে, এটা হারাম, এটা করো না, নচেৎ আল্লাহ তাআলা পরকালে শাস্তি দেবেন; তোমার কাজটা বৈধ নয়, পরকালে এর জন্য তুমি গ্রেফতার হবে। তখন তারা এই বিধি-নিষেধের সীমা থেকে নিষ্কৃতিলাভের একটি রাস্তাই অবলম্বন করে, তা হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা, এভাবেই তারা পরিপূর্ণ একজন নাস্তিকে পরিণত হয়।

ইউরোপে নাস্তিক্যবাদ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১০ বছর[১] আগের কথা। তখন আমি ইউরোপের কোনো একটি দেশে অবস্থান করছি। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশ বলে সর্বত্রই ক্রুশের শিক্ষা বিরাজমান। প্রতিটি স্থানে গির্জা রয়েছে। রাস্তাগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ ইসা আলাইহিস সালামের ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। (যদিও ভাস্কর্যের এই রূপ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বানোয়াট)। সেখানে আমি কিছু পরিসংখ্যানকারীদের দেখা পেলাম—যারা একধরনের পরিসংখ্যানপত্র বিতরণে নিয়োজিত ছিল।

এতে প্রশ্ন ছিল—আপনার ধর্ম কী? দেখা গেল শুধু ১৩% লোক খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী।

---

[১] বইটি লেখার সময় থেকে দশ বছর আগে। এখন থেকে নয়।

প্রশ্ন. আপনার বাল্যকালে অথবা শিক্ষাজীবনে অথবা বিবাহিত-জীবনে—তথা জীবনের কোনো একটি সময় কি গির্জায় গিয়েছেন? গিয়ে থাকলে কেন গিয়েছেন? দেখলাম মাত্র ৭% লোক পূর্বে গির্জায় গিয়েছেন।

প্রশ্ন. আপনি কি প্রতি সপ্তাহ গির্জায় যান? দেখা গেল শুধু ১% লোক প্রতি সপ্তাহ গির্জায় যায়। এ জন্যে কোনো বৃটিশ অথবা ফিলিপিনি কিংবা কোনো আমেরিকান নওমুসলিম আমাদের এলাকার মসজিদে ইসলাম প্রচারে এলে জিজ্ঞেস করতাম, আপনি গির্জায় কতবার গিয়েছেন? তারা উত্তরে বলত, আমার এই ৩০/৪০ বছর বয়সে একটি বারের জন্যেও গির্জায় যাইনি। সুতরাং নাস্তিক্যবাদের উত্থান এবং ধর্মবিমুখতা তাদের মাঝে অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না; কিন্তু যখনই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত এলো, যাতে বর্ণিত রয়েছে পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম এবং অপরিবর্তনশীল কুরআনের প্রতি বিশ্বাস। তখন সেখানকার নাস্তিকতার প্রচার-প্রসারে সীমাহীন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

তাদের পূর্বসূরিরা তো নিজেদের সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করত। এক লোক কোনো এক পাদ্রীর কাছে গিয়ে বলল, আমি তো সৃষ্টি করতে পারি। পাদ্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তাই না কি? সে জবাব দিল, জি! আমার সাথে চলুন। এই বলে সে পাদ্রীকে গাছের একটি বিশাল খণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। এবং সেই খণ্ডে একটি গর্ত খনন করে একটি মাংসখণ্ড তাতে রেখে খুব ভালো করে ঢেকে দিল। পাদ্রীকে বলল, জনাব, একমাস পর আমরা আবার এখানে আসবো। কথামতো তারা একমাস পর সেখানে উপস্থিত হলো। কী পেল তারা সেখানে?

সবার দৃষ্টি গাছের খণ্ডটির ওপর। সৃষ্টিকর্তা দাবিদার লোকটি আগে বেড়ে ঢাকনা সরালো। দেখা গেল মাংসের চারপাশে কিছু পোকা। লোকটি পাদ্রীকে বলল, দেখুন, আমি এ পোকাগুলো সৃষ্টি করেছি। পাদ্রী বলল, আচ্ছা, তাহলে বলো তো, তোমার সৃষ্ট পোকাগুলোর সংখ্যা কত? বলল, আমি সংখ্যা গণনা করিনি। পাদ্রী বলল, সৃষ্টি করলে তুমি আথচ সংখ্যা বলতে পারো না? বলো, কতটি পোকা পুরুষ আর কতটি নারী? উত্তর দিল, আমি বলতে পারবো না। পাদ্রী বলে যেতে থাকল, এই যে পোকাগুলো গাছের ডালে উঠা-নামা করছে, জমিনে চলছে, এখন কোথায় যাবে, বলো তো? কখন মৃত্যুবরণ করবে? আজ তারা কী খাবে? তার জবাব, আমি জানি না। তিনি বললেন, কী আশ্চর্য! তুমি সৃষ্টি করেছ অথচ এর কোনোটিই তুমি জানো না। এর কোনো উত্তর না দিতে পেরে চুপসে গেল এবং এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং যে-কেউ মহান আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃতিত্ব ও প্রভুত্বের দাবি করে তাকে যুক্তি এবং সমাজের প্রচলিত প্রথা-কোনোটিই সমর্থন করে না।

হজরত জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে নববিতে মাগরিবের নামাজ পড়ছিলেন। সবে ইসলাম গ্রহণ করা জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের কাছাকাছি হবার চেষ্টা করছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা ত-হা পাঠ করছিলেন। সুরা ত-হা'র ৩৫ নম্বর আয়াত 'তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?' পাঠ শ্রবণকালীন তার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, আমার অন্তর সেখান থেকে উড়ে যাবার উপক্রম ছিল। বাস্তবেই কি আমরা আপনা-আপনিই সৃজিত, নাকি আমরাই আমাদের স্রষ্টা?

একবার গ্রাম্য এক লোককে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার প্রভুকে কীভাবে চিনলে? উত্তরে সে বলল, সুউচ্চ আকাশ, গিরিপথবিশিষ্ট ভূপৃষ্ঠ এবং সুবিশাল ঢেউয়ের মহাসমুদ্র কি একজন মহা প্রাজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তার উপস্থিতি জানান দেয় না? এ জন্যেই তারা যথার্থ পন্থায় আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ পেশ করতেন। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ هُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔

'এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বক্ষণে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন তা ভারী মেঘমালা বয়ে নিয়ে যায়, তখন আমি তাকে কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাই। তারপর সেখানে পানি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদেরও জীবিত করে তুলব। হয়তো (এসব নিয়ে চিন্তা করে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে'। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৭]

সুতরাং মেঘ বহনকারী বায়ুকে আল্লাহ ব্যতীত আর কে নির্দেশ প্রদান করেন? এভাবেই আমি দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামসমূহ, গুণাবলি এবং সৃষ্টির নিদর্শন দেখে দেখে তার পরিচয় লাভ করি।

এ জন্যেই এক নাস্তিক যখন কোনো এক শিশুকে জিজ্ঞেস করল—

-তুমি কি মুসলিম? শিশুটি উত্তরে বলল, হ্যাঁ, আমি মুসলিম।

-তুমি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?

-হ্যাঁ, আমি তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

-তুমি তাকে দেখেছ?

-না।

-তাকে স্পর্শ করেছ?

-না।

-তাঁর ঘ্রাণ নিয়েছ?

-না।

-তাঁর কথা শুনেছ?

-না।

-তাঁর স্বাদ গ্রহণ করেছ?

-না।

নাস্তিক লোকটি বলল, যাকে স্পর্শ করোনি, যার কথা শোননি, যাকে দেখনি, যাকে স্পর্শ করোনি এবং যার ঘ্রাণ নিতে পারোনি—এক কথায়, তোমার যে প্রভুকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারোনি তার অস্তিত্ব নেই। প্রচুর মেধার অধিকারী বালকটি বলল, আপনার কি জ্ঞান-বুদ্ধি আছে? সে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই আছে।

-তার স্বাদ নিয়েছেন কখনো?

-না।

-স্পর্শ করেছেন?

-না।

-ঘ্রাণ নিয়েছেন?

-না।

-তার কথা শুনেছেন?

-না।

-তাকে স্বচক্ষে দেখেছেন?

-না

বালক বলল, তবে তো আপনি একজন পাগল, জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে আপনার কোনো কিছু-ই নেই। সে বলল, আরে কী বলো, আমি জ্ঞানসম্পন্ন সুস্থ একজন মানুষ। বালক জিজ্ঞেস করল, আপনি কীভাবে বুঝলেন—আপনি জ্ঞানসম্পন্ন লোক? উত্তরে সে বলল, তার প্রতিক্রিয়া ও কার্যকলাপ দ্বারা।

প্রাচীন কোনো নিদর্শনাবলি দেখলে কিংবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অথবা বাচ্চা ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় লিপ্ত হলে অথবা ধরে নিন

অনুভূতিহীন কোনো লোক রাস্তা পার হওয়ার ইচ্ছা করলে স্বভাবতই লোকে বলে—তার জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু নেই। মানুষ কী দেখে এবং কীভাবে বুঝল সেটা? তারা কি মাথার খুলি বের করে দেখেছে তার? না কখনো দেখেনি। এমনকি জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, ভারসাম্য এবং কর্মক্ষমের কোনো প্রভাব পর্যন্ত দেখেনি। পক্ষান্তরে কাউকে পাগল দেখলে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার জ্ঞান নেই। অথচ তার কোনো নিদর্শন তারা দেখেনি।

প্রশ্ন : কীভাবে বুঝলে যে, আল্লাহ বলতে কেউ আছেন?

উত্তর : তার অসংখ্য নিদর্শনাবলি দ্বারা। আকাশ-জমিন এবং পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিসমূহ দ্বারা। কুরআনে বর্ণিত অগণিত মুজিজা—যা আজও আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে তা দ্বারা। এ সব কিছুই একজন ক্ষমতাধর নিয়ন্ত্রক, নিপুণ স্রষ্টা, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব জানান দেয়। বালকের কথা শুনে লোকটি হতভম্ব হয়ে রইল। তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না।

আমাদের তরুণসমাজ অনেক হাতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। যার একটাই কারণ—সংশয়। কারণ, সংশয় এমনই এক ব্যাধি—যা কখনো কাউকে স্থির হতে দেয় না। নির্দিষ্ট কোনো রোডম্যাপ, অথবা জীবনের কোনো অর্থ দেখাতে পারে না। ফলে স্বভাবতই একজন সংশয়বাদী হয়ে থাকে চরম পর্যায়ের হতাশাগ্রস্ত। খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাবো—এ জন্যেই অধিকাংশ নাস্তিকই চরম হতাশাগ্রস্ত। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় না নেওয়া এবং আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করার কারণে আত্মহত্যা এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধসহ নানা রকম ড্রাগে আসক্ত হওয়ার বিষয়টি তাদের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁর ওপর আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করেন, দ্বীনের ওপর কায়েম রাখেন এবং যেখানেই থাকি—তাঁর রহমত-বরকতের বারি আমাদের ওপর বর্ষণ করেন। আমিন।

❁❁❁

আল্লাহ ছাড়া আরও প্রতিপালকের অস্তিত্ব আছে কি?

পূর্বকালের লোকেরা উপাসনাসংক্রান্ত নানা রকম ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করেছে। সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরাও লিপ্ত ছিল বিভিন্ন রকম উপাসনায়। যেমন—পারস্যের লোকেরা ছিল অগ্নি ও আরবের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজারী। আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েসকে[১] কেউ এসে বলল—

-ইমরুল কায়েস, তোমার পিতাকে অমুক হত্যা করেছে।

-সে জিজ্ঞেস করল, সে কি সত্যিই আমার পিতাকে হত্যা করেছে?

-হ্যাঁ।

ইমরুল কায়েস বুঝতে পারল—প্রতিশোধ-মঞ্চে এখন সে একক ক্ষমতার অধিকারী। মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, 'আজ মদ্যপান ও উপভোগ করে নিই, আগামীকাল পিতার হত্যাকারীর সাথে বোঝাপড়া হবে।'

পরদিন সকালে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রথমে সে কিছু পাত্র যোগাড় করল। তারপর সেগুলো নিয়ে উপস্থিত হলো তাদের গোত্রের উপাস্য মূর্তির সামনে। ইমরুল কায়েসের নিয়ে আসা পাত্রের কোনোটিতে লেখা ছিল 'করো' কোনোটিতে লেখা ছিল 'করো না'।

---

[১] ইমরুল কায়েস হলেন ৬ষ্ঠ শতকের আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ কবি। তার পুরো নাম ইমরুল কায়েস বিন হুজর আল কিন্দি। তার পিতার নাম হুজর ইবনুল হারিস এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে রাবিয়া আল-তাগলিবি। তিনি আরবের নাজদ এলাকায় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক জীবন রাজকীয়ভাবে যাপন করেন। তিনি বাল্যকালে কবিতা রচনা শুরু করলে তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারপর তিনি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে মদ্যপায়ী জীবন শুরু করেন। তার প্রেমিকার নাম ছিল উনাইজা। আরবিভাষার বিখ্যাত কাব্য সংকলন *সাবয়ে মুআল্লাকাত* অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ লেখক কবি ইমরুল কায়েস।

এর কারণ হলো, তৎকালীন সময়ে তারা বিশেষ কোনো কাজ করার আগে, অথবা ভ্রমণে বা যুদ্ধযাত্রায় বের হওয়ার আগে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে নিত। এর পদ্ধতিটা ছিল এমন—

তাদের উপাস্য মূর্তির সামনে 'করো' বা 'করো না' অথবা, 'যাও' বা 'যেয়ো না' লেখা পাত্রগুলো রেখে যে কোনো একটি তোলা হতো। তুলে নেওয়া পাত্রে যা লেখা পাওয়া যেত, সেটাকেই মূর্তির নির্দেশ হিসাবে বিশ্বাস করা হতো।

ইমরুল কায়েসও নিয়ম অনুযায়ী পাত্রগুলো মূর্তির সামনে রেখে সেখান থেকে একটি পাত্র তুলে নিল।

মূর্তির পক্ষ থেকে কী নির্দেশ পেয়েছিল সে?

মূর্তির সামনে থেকে প্রথম যে পাত্রটি সে উঠিয়ে হাতে নিল, দেখল, তাতে লেখা রয়েছে—'করো না' অর্থাৎ, উপাস্যের নির্দেশ হলো, তোমার পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিয়ো না।

ইমরুল কায়েস এই নির্দেশ পছন্দ করতে পারল না। সে মূর্তির সামনে কিছু অর্থ পেশ করল (মূর্তির পরামর্শ নেওয়ার জন্য অর্থ দিতে হতো)। পাত্রগুলো মূর্তির সামনে রেখে দ্বিতীয়বার আরেকটি পাত্র উঠিয়ে দেখল তাতেও লেখা—'করো না'। সে তখন আবার কিছু টাকা দান করে আরেকটি পাত্র ওঠালো। দেখা গেল, তাতেও লেখা—'করো না'। যখন সে দেখল, বারবার 'করো না' লেখা উঠছে, তখন রাগে-ক্ষোভে পাত্রগুলো মূর্তির মুখে ছুড়ে মেরে বলল, 'নিকুচি করি তোর নির্দেশের, নিহত ব্যক্তি তোর বাপ হলে অবশ্যই বলতিস 'করো'। এই বলে সে পিতার হত্যাকারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে চলে গেল।

উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা মূর্তির ব্যাপারে তাদের নানা রকমের বিশ্বাস তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

হজরত আবু রাজা আল-আতারি রহ. বলেন, আমরা জাহেলি যুগে মূর্তি ও পাথরের পূজা করতাম। কখনো সফরে বের হলে উপাস্য পাথরমূর্তি সাথে করে নিয়ে যেতাম। একবার আমরা সফরে গেলাম। পথিমধ্যে খাবার তৈরির আয়োজন শুরু হলো। সে-সময় চুলা হিসাবে তিনটি পাথরের ওপর পাতিল রেখে খাবার রান্না করা হতো। তো আমাদের দুটি পাথরের ব্যবস্থা হলেও তৃতীয় পাথরটি বহু খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের উপাস্য পাথরই ব্যবহার করলাম। আমরা বললাম, আগুনের কাছাকাছি হলে সেও উত্তাপ ছড়াবে।

তিনি আরও বলেন, আরেকদিন আমরা ভ্রমণে বের হয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতা অবলোকন করেছিলাম এবং ইসলাম তাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করল ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা ভ্রমণ করা অবস্থায় লোক চিৎকার করে বলে উঠল, তোমাদের প্রভু হারিয়ে গেছে, সবাই খুঁজে বের করো। আমরা সম্ভাব্য সকল স্থানে সীমাহীন কষ্ট ভোগ

করে তালাশ করছিলাম। ইতোমধ্যে একলোকের চিৎকার শোনা গেল, আমি তোমাদের প্রভু অথবা প্রভু-সদৃশ কিছু একটা পেয়েছি। আমরা এসে দেখি-লোকেরা মূর্তির সামনে সেজদায় পড়ে আছে। তখন আমরা সকলে তাকে উৎসর্গ করে একটি উট কুরবানি করলাম।

আমি জানি, ঘটনাটা শুনে আপনারা হাসছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুরও এমন একটি ঘটনা রয়েছে—যেটি শুনলে আপনারা আরও বেশি হাসবেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার কাছে মূর্তি কেনার কোনো পয়সা ছিল না। তাই আমার কাছে থাকা খেজুর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতাম এবং ক্ষুধা পেলে খেয়ে ফেলতাম।

এই হাস্যকর ও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক কর্মকাণ্ড আজও চলছে পৃথিবীতে। টেকনোলজিতে বর্তমান বিশ্ব বিপুল উৎকর্ষ সাধন করতে পারলেও অধিকাংশই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিশা পায়নি। আপনি কোরিয়া এবং চীনের দিকে তাকান। তারা উদ্ভাবনশক্তি ও বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত রয়েছে। এটা ভেবে বিস্মিত হই, স্বর্ণ এবং পাথর দ্বারা নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে প্রভু হিসাবে সম্মুখে রেখে বলে—প্রভু, আমাকে মাফ করো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরাশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَ إِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ.

'লোকসকল, একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শোনো। তোমরা দোয়ার জন্য আল্লাহকে বাতীত যাদের ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও সে চেষ্টায় তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা উদ্ধার করতে পারে না। এরূপ দোয়াকারী এবং যার কাছে দোয়া করা হয় উভয়েই দুর্বল'। [সুরা হজ, আয়াত ৭৩]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ.

'তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না, আর শুনলেও তোমাদের সাড়া দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। যে সত্তা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, সঠিক সংবাদ তার মতো আর কেউ তোমাদের দিতে পারবে না'। [সুরা ফাতির, আয়াত ১৪]

আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, এই বৌদ্ধ-ধর্মের অনুসারী এবং তাদের পূর্বসূরিগণ যে মূর্তির উপাসনা করত তারা মানুষের লাভ-ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না।

আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো, বর্তমান চীন এবং জাপানে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলে, ডাক্তার হলে, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিজ্ঞানী হওয়ার পর লাল কাপড় পরিধান করে মূর্তির সামনে মাথানত করে, চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা চায়, সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে এবং বিপদ-মুসিবত থেকে দূরে থাকার আবদার করে।

এর চেয়েও করুণ হলো ওই সকল লোকদের অবস্থা, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাজারে বা কবরে গিয়ে প্রার্থনা করে। ক্ষমা প্রার্থনা করে, সুপারিশ চায়, রহমত চায় এবং তাওবা করে। কবরে হাত বুলিয়ে তার ধূলাবালি শরীরে মাখে। আমি তাদের অনুরোধ করে বলবো, প্রিয় ভাই আমার, আর একটি টাকাও সেখানে খরচ করবেন না। এর পরিবর্তে মাদরাসা-মসজিদ কিংবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে ব্যয় করুন।

উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির মাঝে কি পার্থক্য আছে? আল্লাহ তাআলা ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ নেই উল্লেখ করে ইরশাদ করেন—'নিশ্চয় ইবাদত কেবল আল্লাহর, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না'। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কেননা, ভুলে গেলে চলবে না, যে উপাস্য নিজের শরীর থেকে সামান্য মাছি-ই তাড়াতে পারে না, সে অন্যকে অনিষ্ট থেকে কীভাবে বাঁচাবে?

চিন্তার এই জায়গাটি বেশ ভালো করেই প্রভাবিত করেছিল প্রবীণ সাহাবিগণকে। তারা খুব ভালো করেই অনুধাবন করেছিলেন বিষয়টা।

ইসলামের প্রথম দূত হিসাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রতি মদিনার লোকদের দাওয়াতি-কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠান সেখানে, তখন একাত্মবাদের ওপর তার দাওয়াতি মেহনতের বদৌলতে আমর ইবনুল জুমুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু (যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং চলনে ছিল এক ধরনের ক্ষুরাপনা)-এর স্ত্রী ৪ পুত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। সন্তানগণ পিতাকে ইসলামের ছায়াতলে আনার মানসে তার কাছে গিয়ে বলল, আব্বাজান! আমাদের এ শহরে একজন লোক এসেছে। যে এক আল্লাহর

ইবাদতের কথা বলে। চলুন, তার কিছু কথা শুনবেন। তিনি জাবাব দিলেন, না আমি যাবো না। কারণ, উপসনার জন্য আমার কাছে মানাফ এবং অন্যান্য উপাস্যের মূর্তি আছে। তারা বলল, তার কথা শুনতে সমস্যা নেই, চলুন। অতঃপর তিনি মুসাআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন। এরপরই তার মূর্তির সাথে ঘটে এক অভিনব ঘটনা।

মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার পথেঘাটে ঘুরে-ফিরে দাওয়াতি কাজ করতেন। একদিন দাওয়াতের কাজে বের হয়েছেন মুসআব। পথিমধ্যে আমর ইবনুল জুমুহ এসে তার সামনে উপস্থিত হলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কেন ডেকেছেন?

উত্তরে তিনি বললেন, তোমাকে এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমান আনার জন্য ডেকেছি। এই বলে তিনি কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনালেন। ভেতরে ভেতরে অবিভূত হলেও আমর ইবনুল জুমুহ মুখে বললেন, আমি যেহেতু গোত্রপতি তাই লোকদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছি না। ফিরে এসে তিনি সরাসরি মানাফ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, শোনো মানাফ, এক লোক তোমাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। আর তুমি তো তার আগমন সম্পর্কে অবগত আছই। এখন তার ব্যাপারে তোমার কী সিদ্ধান্ত?

উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি বললেন, হয়তো রাতে এসেছি বলে রাগ করেছ। ঠিক আছে, এখন চলে যাচ্ছি, কাল আবার আসবো।

রাত যখন বেশ গভীর হয়ে এলো, আমরের ছেলে মানাফ চুপি চুপি এগিয়ে এলেন মূর্তির কাছে। সেটা নিয়ে ফেলে দিলেন ঘরের পেছনে থাকা একটি ময়লার ঝুড়িতে।

পিতা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে চলে গেল মূর্তির ঘরে। মূর্তিশূন্য ঘর দেখে চেঁচিয়ে উঠল—মানাফ কোথায়? প্রভু কোথায়? সন্তানেরা জবাব দিল, আমরা তো বলতে পারব না। অবশেষে নিজেই খুঁজতে খুঁজতে ঘরের পেছনে ময়লার স্তূপে মূর্তির সন্ধান পেল। আপন উপাস্যর দুরবস্থা দেখে নিজেই আক্ষেপের সুরে বলতে লাগল, তুমি নিজের শরীর থেকে ময়লা-আবর্জনাগুলো সরাতে পারলে না। অথচ আমরা তোমার কাছে রোগমুক্তি, ঋণমুক্তি-সহ কতকিছু কামনা করি। কথাগুলো বলে মূর্তিটা উঠিয়ে ধুয়ে পরিপাটি করে আবার পূর্বস্থানে রেখে দিল এবং একটি তরবারি তার কাঁধের ওপর রেখে বলল, তোমাকে হেয় করার জন্য আবারও কেউ এলে এটা দিয়ে প্রতিহত করো। এই বলে সে চলে গেল।

গভীর রাত। এই রাতেও আমরের সন্তানেরা চুপি চুপি এসে হাজির হলো মূর্তির সামনে। সেটা উঠিয়ে বাইরে নিয়ে প্রথমে মৃত একটা কুকুরের সাথে শক্ত করে বাঁধল। তারপর ধরাধরি করে পাশের পরিত্যক্ত একটা কুপে ফেলে দিল।

পরদিন সকালেও আমর ইবনুল জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মূর্তিটা ঘরে পেলেন না। খানিকটা বিরক্তি সহকারে তিনি আবার মূর্তি খোঁজা শুরু করলেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, কে আমাদের উপাস্যের শত্রু বনে গেল? সন্তানেরা বলল, আমরা বলতে পারবো না। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে দেখতে পেল আপন প্রভু মৃত কুকুরের বাঁধাবস্থায় কুপের তলায় পড়ে আছে। তখন তিনি মনের অজান্তে বলে উঠলেন—

ورب يبول الثعلبان برأسه ❁ لقد خاب من بالت عليه الثعالب

হায় প্রভু! আপনার মাথায় শৃগালে প্রস্রাব করে দিল

অবশ্যই প্রস্রাবকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

অন্যান্য বর্ণনামতে তিনি বলেন—

والله لوكنت الها لم تكن ❁ أنت وكلب وسط بئر في قرن

আল্লাহর শপথ! আপনি যদি মাবুদ হতেন

তাহলে কুপের তলায় কুকুরের সাথে একত্রে অবস্থান করতেন না।

এর কিছুদিন পর তিনি মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে কালিমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন।

মানুষ স্বভাবজাত ইবাদতপ্রিয়। ইবাদত করতে তারা সাচ্ছন্দ বোধ করে। সে জন্যেই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবিদের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ সত্যের পথ খুঁজে পায়। নবিদের শিক্ষক করে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন, যেন তারা লোকদের এক আল্লাহ তাআলার ইবাদতের শিক্ষা দেয়; কিন্তু আজ যদি মানুষের ইবাদতের ভিন্নতার দিকে লক্ষ করেন, সীমাহীন আশ্চর্যান্বিত হবেন। বিশেষত হিন্দুস্থানের দিকে লক্ষ করলে দেখবেন—এমন কোনো জিনিস নেই—যার উপাসনা তারা করে না। অনেক সময় তারা গরুর নৈকট্যলাভের জন্য তার উপাসনা করে। একবার কোনো একটি গরু যদি তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়, তাহলে তাকে সেখান থেকে সরাবার মতো হিম্মত কেউ করতে পারে না। এই সামান্য একটি গবাদি পশু 'গরু'র সন্তুষ্টিলাভের জন্য তারা অঢেল সম্পদও ব্যয় করে থাকে। অথচ এই গরু সামান্য একটি গবাদি পশু ছাড়া আর কিছু-ই নয়।

আল্লাহ তাআলা হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে কতক খ্রিষ্টানের উপাসনার ব্যাপারটি তুলে ধরতে গিয়ে উক্ত বিষয়ের অবতারণা করে বলেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

'নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাক, তারা তোমাদেরই মতো (আল্লাহর) বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করো অতঃপর তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের দোয়া কবুল করা'। [সুরা আরাফ, আয়াত ১৯৪]

ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তার ইবাদত কীভাবে করে? তেমনই তোমাদের এ গাভীও আল্লাহর উপাসনা করে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

'সাত আসমান ও জমিন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্র বর্ণনা করে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসা তাসবিহ পাঠ করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝতে পার না। বস্তুত তিনি পরম সহিষ্ণু, অতি ক্ষমাশীল'। [সুরা ইসরা, আয়াত ৪৪]

কিয়ামতের দিন অন্যান্য প্রাণীকুলের মতো গাভীও মুক্তির চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন শিংওয়ালা বকরি শিংবিহীন বকরি থেকে প্রতিশোধ নেবে। দুনিয়ায় থাকাকালীন যে শিং দিয়ে সে অন্যকে আঘাত করেছিল, তার শিং সেই শিংবিহীন বকরিকে দেওয়া হবে এবং এরপর ওই শিংবিহীন বকরি ঢুঁ মেরে আপন আঘাতের বদলা নেবে।[৩] গাভীর বিষয়টিও ঠিক এমন। সেও তাদের থেকে (পুজা করার) প্রতিশোধ নেবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ভয় প্রদর্শনকারী পাঠানো ব্যতীত কিয়ামতের শাস্তি দেবেন না। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

[৩] বুখারি শরিফ

'আমি রাসুল পাঠানো ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেব না'। [সুরা ইসরা, আয়াত ১৫]

এর পরেও তারা গাভীর পেছনে ছুটে চলছে এবং তারা পূজা-অর্চনা করে যাচ্ছে।

মানুষ যখন আল্লাহর ইবাদত ও একাত্মবাদ পরিত্যাগ করে তখন তার মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাছির ডানার পরিমাণও থাকে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

'দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে মাছির ডানা পরিমাণ হতো, তাহলে কোনো অবিশ্বাসীকে তিনি একঢোক পানিও পান করাতেন না।[৪]

গোটা পৃথিবীর এ অবস্থা হলে অবিশ্বাসীদের কী হতো সহজেই অনুমেয়। এ জন্যে দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্ট-বস্তুর পূজা-অর্চনা থেকে ফিরে আসাই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ 'জুলখালাসার' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে'।[৫] 'যুলখারাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপসনা করত। হাদিসের মর্মার্থ হলো, কিয়ামতের আগে মানুষ একাত্মবাদ ছেড়ে নানান রকমের শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এই এখনই তো অনেক জায়গায় কবরকে সম্মান করা, চারদিকে তাওয়াফ করা এবং কবরের সামনে কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। এদের অধিকাংশ কখনো মসজিদে না গেলেও কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে—আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি।

এটা কি আল্লাহর ইবাদত হলো? আপনি যখন ইবাদত করবেন একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর জন্যে করবেন। আপনার ইবাদত, দোয়া-প্রার্থনা, কান্না, ভয় এবং দান-সদকা—সব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। কবরকে সম্মান করবেন না। ইবাদতের জায়গাটিতে কোনো মাখলুককে স্থান দেবেন না।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আমি, আপনি এবং আমরা সকলেই যেন আল্লাহর দরবারে শিরকমুক্ত অবস্থায় একাত্মবাদের অনুসারী বান্দা হিসাবে উপস্থিত হতে পারি। আমিন।

❁❁❁

[৪] প্রাগুক্ত
[৫] প্রাগুক্ত

কয়েকজন খ্রিষ্টান বন্ধুর সাথে আলাপ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল নবি-রাসুলকেই একাত্মবাদের আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেন—

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .

'আমি যখনই কোনো রাসুল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন।'
[সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪]

কী তুলে ধরতে পারেন? এ বিষয়টি তিনি অন্যত্র বর্ণনা করে দিয়েছেন—

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ .

'তোমরা ওই আল্লাহর ইবাদত করবে, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'।
[সুরা মুমিনুন, আয়াত ৩২]

প্রত্যেক নবিই এই দাওয়াত নিয়ে উম্মতের কাছে এসেছেন। এ জন্যে যারা শিরকে লিপ্ত এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করছে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে সন্তানের সম্বন্ধ করে উভয়ের উপাসনা করছে। যেমন ইহুদিদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ بْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ.

'ইহুদিরা বলে উজাইর আল্লাহর পুত্র আর খ্রিষ্টানরা বলে, মাসিহ আল্লাহর পুত্র। এইসব তাদের মুখের তৈরি কথা'। [সূরা তাওবা, আয়াত ৩০]

স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায়, তারা কেন উজাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে? এমন উত্তরে তারা বলে, তিনি সর্বদায় আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। আকাশ থেকে তাঁর কাছে রিজিক আসত। আর পিতা ছাড়া এভাবে কেউ রিজিক দিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর দিকে তারা পুত্রের সম্বন্ধ করে দিয়েছে। আর খ্রিষ্টানরা বলে, মসিহ হলো, আল্লাহর পুত্র।

প্রিয় পাঠক, আজ আপনাদের সামনে আমার খুবই অন্তরঙ্গ এবং কাছের কয়েকজন খ্রিষ্টান বন্ধুর কথা তুলে ধরবো। খ্রিষ্টান হলেও তাদের অনেকের সাথে আজও আমার বন্ধুত্ব অটুট আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহুদি প্রতিবেশী ছিল। বিভিন্ন সময় তিনি মুকাউকিস নামক এক খ্রিষ্টানকে হাদিয়া পাঠাতেন এবং তিনিও তা গ্রহণ করতেন। এক ট্যাক্সি চালকের সাথে আমার অবাক এবং বিস্মিত হওয়ার মতো একটি ঘটনা আছে। যা শুনলে হয়তো আপনারা চমকেও যেতে পারেন।

তখন আমি একটি বই-প্রদর্শনীতে যোগদান করার জন্য মিশরে অবস্থান করছিলাম। বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। ইশারা পেয়ে একটি ট্যাক্সি কাছে এসে থামল। চালক একজন নওজোয়ান। ভাড়া ঠিক করে তাকে নিয়েই বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হলাম। অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-কেমন আছেন আপনি?

-আল্লাহর কৃপায় ভালো আছি।

-(এ কাজে) আপনার কি কষ্ট হয়?

-কষ্ট তো হয়ই। তারপরও সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে সব করি।

-আচ্ছা, এর প্রতিদান নিশ্চয় আপনি পাবেন।

গাড়ি জ্যামের ভেতর দিয়ে চলা অবস্থায় হঠাৎ দেখতে পেলাম তার হাতে ক্রুশের উলকি আঁকা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-এটি কী?

-ক্রুশ।

-এটি ধারণ করার কারণ কী?

-আমি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী।

-আপনার নাম কী?

-নাম আমুক, তবে ইয়াসির বলতে পারেন।

-আচ্ছা, ইয়াসির ভাই, আমি কি আপনার সাথে ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

-জি, অবশ্যই।

-আপনি তো (ক্রুশ দ্বারা) এ কথাই বোঝাচ্ছেন যে, ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র?

-জি, তিনি আমাদের স্রষ্টার পুত্র।

-আল্লাহ তাআলা পুত্র পছন্দ করেন বিধায় তাঁর কাছে ইসা নামে একজন সন্তান রয়েছে, ঠিক?

-একদম ঠিক।

-ভাই ইয়াসির, সন্তান পছন্দ করা, সন্তান নেওয়ার ধ্যান-ধারণা যদি আল্লাহর থেকেই থাকে তবে একটি সন্তানই নেবেন কেন?

-আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, এটিই তাঁর ইচ্ছা।

-না, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বাস্তবে এমনটি নয়। আল্লাহ তাআলার যদি ইসা নামে কোনো পুত্র হয় তবে একাধিক হলে সমস্যা কী ছিল? যদিওবা একাধিক সন্তান হতো তবে তাঁর পিতা-মাতা হলো না কেন? সুতরাং আবশ্যক হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তার পিতামাতার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা, যাতে করে তাদের প্রাপ্য হক অনুযায়ী উপাসনা করতে পারি।

-এ বিষয়ে অমি কিছু বলতে পারবো না। সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন।

আমি বললাম—

-এখানে আরেকটি বিষয় হলো, আপনার কথামতে ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে পাপ মোচনের জন্য, ঠিক?

-জি, ঠিক তাই।

-কার পাপ মোচনের জন্য?

-আদম আলাইহিস সালামের পাপ।

-কোন পাপ সেটি?

-আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে যখন জান্নাতে দিলেন, তখন ঘটনাক্রমে একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে এর শাস্তি পাপ মোচনের জন্য তিনি ঠিক করলেন যে, এমন একজন পুত্রকে ধরায় পাঠাবেন—যাকে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।

-আচ্ছা, সুন্দর বলেছেন। এখন আপনি বলুন, ভুল আদম আলাইহিস সালামের না ইসা আলাইহিস সালামের?

-আদম আলাইহিস সালামের।

-ভুল আদমের হয়ে থাকলে তাকে শূলে না চড়িয়ে ইসা আলাইহিস সালামকে চড়ানো হলো কেন?

-আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা বলতে পারবো না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা এমনটিই ছিল।

-আদম আলাইহিস সালামের অপরাধ কী ছিল?

-নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ একটি গাছের ফল খাওয়া।

-গাছটিকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলেননি তো?

-অবশ্যই না।

-আদম আলাইহিস সালাম কি কোনো ফেরেশতাকে হত্যা করেছিলেন?

-কখনো না। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মতো একটি ছোট ভুল করেছিলেন।

-তাহলে এই তুচ্ছ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা ছেলে পাঠিয়ে শূলে চড়ালেন কেন? অন্যভাবেও তো প্রয়শ্চিত্ত করাতে পারতেন, যেমন আমাদের ঠান্ডা পানি পান করতে নিষেধ করতে পারতেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সূর্যের তাপে বসে থাকার নির্দেশ জারি করতে পারতেন। একশত রাকাত নামাজ ফরজ করতে পারতেন। সম্পদের অর্ধেক জাকাত হিসেবে দিয়ে দেওয়াসহ অন্যান্য বিধান আরোপ করতে পারতেন। আর আমরা বংশ পরম্পরায় তা পালন করে যেতাম। উদাহরণস্বরূপ বলি, ধরুন, আমার দশ বছরের একজন ছেলে যদি আমি কাজ করা অবস্থায় আমার কম্পিউটাররুমে ঢুকে অযথা কম্পিউটারে হাত দেয় তখন আমি ধমকের স্বরে বলবো, 'এই, কম্পিউটার নিয়ে আর কখনো খেলাধুলা করবে না।' এটি হলো অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি।

পক্ষান্তরে ছেলে ঘরে ঢুকে যদি চৌকাঠে কিংবা কম্পিউটারে চা ফেলে দেয়, এটি পূর্বের চেয়ে বড় অপরাধ। যার শাস্তিও বড় হওয়া উচিত। মোটকথা, অপরাধ যত বড় শাস্তিও তত বেশি। তাহলে একটি ফল খাওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসাবে ছেলেকে পাঠিয়ে শূলিতে চড়ানো হবে কেন?

-ভাই ইয়াসির, আমাদের বিশ্বাস হলো, ইসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো হয়নি, বরং তাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا.

'অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমান অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনো জ্ঞানও ছিল না।' [সূরা নিসা, আয়াত ১৫৭]

সে আমাকে বলতে লাগল—

-ইহুদিরা আমাদের ইসা মসিহকে বন্দি করে ক্রুশের সাথে শক্ত করে বেঁধে হাত পায়ে পেরেক মেরে দেয়। অতঃপর তার ওপর মদ ঢেলে শরীর ক্ষতবিক্ষত করে শূলে চড়ানো হয়।

-তখন কি তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন?

-জি, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছিলেন।

- আচ্ছা, তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর পিতা সৃষ্টিকর্তা কি এসব দেখতে পাচ্ছিলেন?

-জি, তিনি সব দেখছিলেন এবং তাঁর আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন।

-আচ্ছা, তিনি কি তাকে বাঁচাতে পারতেন?

-জি, পারতেন।

-কী কারণে বাঁচাননি?

-আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

-ভালো কথা, পাপের প্রায়চিত্তের জন্য আন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করা হলো না কেন? আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একমাত্র পুত্রকে শাস্তি দিলেন কেন?

এরপর আমি তাকে আরেকটি প্রশ্ন করলাম—

-ইসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়ে কোন লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়েছে?

-ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার পরবর্তী লোকদের।

-আচ্ছা, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে ইসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তারা কি পাপ নিয়ে আল্লাহর দরাবারে উপস্থিত হবে? আরও এক হাজার কিংবা দু-হাজর বছর আগে কেন ইসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন না? তখন বিরাট সংখ্যক মানুষের পাপ মোচন হতে পারত।

-সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়-ই সবকিছু হয়েছে।

-ভাই, আপনি বলেছেন, ইসা আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর পুত্র তথা তিনিও একজন উপাস্য। আর উপাস্য তার ইচ্ছামাফিক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

মনে করুন—

ইসা আলাইহিস সালাম একটি বিষয় একভাবে তার মতো করে করতে চাইলেন এবং বিপরীতে আল্লাহ তাআলা এর উল্টো কোনো পদ্ধতিতে করার ইচ্ছা করলেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন একজন লোক ঘড়ির ঠিক পাঁচটায় মৃত্যুবরণ করবে; কিন্তু ইসা আলাইহিস সালামের ইচ্ছা হলো—না, সে পাঁচটায় না মরে বরং আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। কার কথা কার্যকর হবে? আল্লাহ নাকি ইসা আলাইহিস সালামের?

-আমরা তো সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করছি, তাই না?

-অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে। আর সৃষ্টিকর্তা তো আপনাদের তিনজন। আল্লাহ, তাঁর পুত্র এবং পবিত্রাত্মা।

-ঠিক আছে, কথা তো চলছিল পিতা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে।

-তবে কি ইসা আলাইহিস সালাম আপনাদের উপাস্য নন? তাঁর কথার বাস্তবায়ন না হলে তিনি উপাস্য হন কীভাবে? সুতরাং তিনি উপাস্য হতেন পারেন না।

-ইসা আলাইহিস সালামের কথা কার্যকার হবে।

-তাহলে তো সৃষ্টিকর্তার উপাস্য হবেন না। কারণ, তাঁর কথা কার্যকর না হয়ে ছেলের কথা কার্যকর হয়েছে। কেননা, উপাস্য হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আপন ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানো।

-উভয়ের কথাই কার্যকর হবে।

-উভয়ের কথা কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। একই সময়ে একজন ব্যক্তির ব্যাপারে একজনের মৃত্যুর আদেশ আরেকজনের জীবিত থাকার আদেশ কীভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে?

সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কথাই শিরোধার্য। পবিত্র কালামে ইরশাদ হচ্ছে—

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ.

'আল্লাহ তাআলা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে নেই অন্য কোনো মাবুদ।' [সুরা মুমিনুন, আয়াত ৯১]

আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, আল্লাহ তাআলার সাথে আরও মাবুদ আছে, তখনকার অবস্থা কী হতো, সে সম্পর্কে তিনি বলেন—

اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

'সে রকম হলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ মাখলুক নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, তারপর তারা একে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত।' [সুরা মুমিনুন, আয়াত ৯১]

সুতরাং প্রমাণিত সত্য হলো—মহান আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্য তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে।

উক্ত আলোচনা-বিতর্কের মাঝেই আমি তাকে বললাম—

ভাই ইয়াসির, শুনুন, আল্লাহ শপথ করে বলছি আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আল্লাহ তাআলা বলেন—'তিনি যদি কোনো সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন তাঁর সৃষ্টি থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সন্তানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি তিনিও কারও থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আমি খ্রিষ্টীয় আকিদা সম্পর্কে খুব ভালো করে অবগত হয়েই তাদের কল্যাণ কামনা করছি। কারণ, আমি অনেক খ্রিষ্টান বন্ধুর সঙ্গে উঠাবসা করেছি। তাদের সাথে আমার উপহার আদান-প্রদান হতো। আমরা পরস্পরকে সম্মান করতাম। তাই আমি চাই না—তারা এ কথা বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করুক, হে আল্লাহ, আপনি তিন খোদার একজন। এক উপাস্য হিসাবে আপনার ইবাদত করি না। এটি সুস্পষ্ট শিরক। আদৌ বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا. وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي

الرَّحْمٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا. وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا.

'তারা বলে, দয়াময়ের পুত্র আছে। তোমরা (যারা এরূপ কথা বলছ, তারা) প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুতর কথার অবতারণা করেছ। সম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় ভেঙে-চুরে পড়বে। যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ এটা দয়াময়ের শান নয় যে, তাঁর সন্তান থাকবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের দরবারে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। নিশ্চিত জেনে রেখো, তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুণে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে।' [সূরা মারইয়াম, আয়াত ৮৮-৯৫]

অংশীদারহীনভাবে আল্লাহ তাআলা এক। ইসা আলাইহিস সালাম হলেন একজন নবি। আমরা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার পাশাপাশি ইসা আলাইহিস সালামসহ সকল নবিকে ভালোবাসি। আমরা তাদের সাহাবিদের থেকে, এমনকি আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাকে-সহ সকল নবির প্রতি মুহাব্বত রাখা ইমানের অংশ মনে করি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ে প্রতি ইমান এনেছে, যা তাঁর ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাজিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ইমান আনব এবং কারও প্রতি আনব না)।' [সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৫]

আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমরা মুসা আলাইহিস সালাম এবং ইসা আলাইহিস সালাম—কারও নবুওয়াতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি না। আমি আমার খ্রিষ্টান বিচক্ষণ বন্ধুদের বলবো, আপনারা আপনাদের বিজ্ঞজনদের বলুন, যেন তারা ইঞ্জিলে গভীরভাবে দৃষ্টি দেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, তারা চার ইঞ্জিলের কোথাও খুঁজে

পাবেন না যে, ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি আল্লাহর পুত্র; বরং এই ইঞ্জিলের সত্যতার ব্যাপারে তারা দৃঢ়ভাবে দাবি করার হিম্মতটুকু রাখে না যে, এটিই আল্লাহর কালাম।

হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বিশ্বনবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার পর আহমদ নামে একজন রাসুল আগমন করবেন। (তাঁর দেখা পেলে) তার আনুগত্য করবে।

মহান আল্লাহ বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

'এবং (তাকে প্রেরণ করেছি) তাঁর পরে আগত আহমাদ নামে এক রাসুলের আগমনের সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে।' [সুরা সফ, আয়াত ১০]

অতঃপর আমাদের নবি আগমনের পর তার আনুগত্য করা সকলের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। হজরত আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মুসলিম-বাহিনী মিশর বিজয়ের সময় সেখানকার বিরাট একটি অংশ খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তারা যখন ইসলাম এবং ইসলামের উদারতা খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করল এবং বুঝতে পারল যে, ইসা আলাইহিস সালামের ধর্ম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল, পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবি হিসাবে প্রেরণ করেছেন, তখন তারা হাজারে হাজারে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেটকৃত অনেক প্রকৌশলী এবং পুরহিত সম্পর্কে আমি জানি, তারা এখন ইসলামধর্মের পূর্ণ অনুসারী। যেমন শায়খ ইউসুফ ইসতাস আল-আমরিকি তাদেরই একজন। পক্ষান্তরে কখনো কি শোনা গেছে—হক্কানি কোনো আলেম ইসলামধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে? না, শোনা যায়নি। তাহলে খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে কেন? এর একমাত্র কারণ হলো, ইসা আলাইহিস সালামের ভবিষ্যৎবাণী।

আপনি যদি বাস্তবেই ইসা আলাইহিস সালামকে ভালোবাসেন, তার কথা মান্য করা আপনার জন্য আপরিহার্য। ইসা আলাইহিস সালাম কখনো বলেননি, তোমরা আমার ইবাদত করো; বরং তিনি বলেছেন, আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরাশাদ করেন—

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا.

'তারপর সে শিশুটিকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলো। তারা বলে উঠল, মারইয়াম, তুমি তো বড় খতরনাক কাজ করেছ। ওহে হারুনের বোন, তোমার পিতাও কোনো খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অসতী নারী। তখন মারইয়াম শিশুটির দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, আমরা এই দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলবো? অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা।' [সুরা মারয়াম, আয়াত ২৭-২৯]

এটিই ছিল ইসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য। তিনি বলেননি, আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র। তিনি বলেন—

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّ جَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا.

'আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবি বানিয়েছেন। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যত দিন জীবিত থাকি আমাকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।' [সুরা মারয়াম, আয়াত ৩০-৩১]

আমার অন্যান্য মুসলিম ভাইদের মতো আমি মুসলিম খ্রিষ্টান—সকলের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলেছি। একজন মানুষ মাত্রই স্রষ্টা সম্পর্কে পরিশুদ্ধ আকিদা রাখার পাশাপাশি তার কাছে সঠিক পথের দিশা কামনা করা অপরিহার্য।

মহান আল্লাহর কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিক ও কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং একাত্মবাদের আকিদা পোষণ করে ইবাদত করার তাওফিক দান করেন।

❁❁❁